ঐতিহাসিক উপন্যাস

যে উপন্যাসের পটভূমি ইতিহাস এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র, সাধারণত তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়। ইতিহাসের কাহিনি ও চরিত্রকে আশ্রয় করে ঔপন্যাসিক নিজের কল্পনা মিশিয়ে উপন্যাস রচনা করেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।

এক, বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেখানে ইতিহাসের বাইরে ভিন্ন কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে লেখক আলোচনা করেন না। যেমন – রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'।

দুই, মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেখানে ইতিহাসের পাশাপাশি বিবিধ সামাজিক এবং রাজনৈতিক বক্তব্য লেখক প্রকাশ করতে থাকেন। যেমন – রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি'।

RAHUL

উদাহরণ: ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সার্থক নিদর্শন ওয়াল্টার স্কটের দুটি উপন্যাস 'ওয়েভারলি' ও 'আইভ্যানহো'। বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-কে অনেক সমালোচক প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে মনে করেন। বঙ্কিম নিজে অবশ্য 'রাজসিংহ'-কে তাঁর

লেখা প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। বঙ্কিমের পরে কৃতিত্বের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। শরদিন্দুর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', 'ঝিন্দের বন্দী', 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ', হরপ্রসাদের 'বেনের মেয়ে', রমেশন্দ্রের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদাহরণ।

বৈশিষ্ট্য:

১। অতীত ইতিহাসের কোনো বিশেষ একটি সময়পর্বের কথা ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিবৃত হয়। যেমন রাজসিংহে সপ্তদশ শতাব্দীর মোঘল আমলের কথা পাওয়া যায়।

২। ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্ররা সিংহভাগ ক্ষেত্রেই ইতিহাসের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। যেমন – রাজসিংহ উপন্যাসে ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ প্রমুখ। আবার লেখক প্রয়োজন মতো কাল্পনিক চরিত্রও সৃষ্টি করেন।

৩। ইতিহাসের অন্তর্লোকে উঁকি দিয়ে ঐতিহাসিক বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-প্রেম-ভালোবাসা-হতাশা ইত্যাদি লেখক নিজের কল্পনাগুণে ফুটিয়ে তোলেন। যেমন আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে জানার উপায় নেই রাজসিংহের সঙ্গে যুদ্ধকালে ঔরঙ্গজেব ঠিক কী ধরনের চিন্তাভাবনা করছিলেন। লেখক এইখানে কল্পনার আশ্রয় নেন, এবং নিজের ইচ্ছে মতো ঔরঙ্গজেবের ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলেন।

৪। ইতিহাসকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে চরিত্রগুলির জীবনভাবনা ব্যক্ত করে তোলা লেখকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত। ইতিহাসকে বিকৃত করলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের কোনো মূল্য থাকে না। অনেক্ষেত্রেই লেখকদের বিশেষ কোনো একটি দর্শনের প্রতি

RAHUL

পক্ষপাতীত্ব থাকে। কোনো কোনো লেখক হিন্দুত্ববাদী হন, কেউ বা ইসলামপন্থী। কিন্তু সেই ধর্মীয় পক্ষপাত যদি লেখকের ইতিহাসভাবনাকে বিকৃত করে, তাহলে সে লেখাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না।

৫। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি যদি কেবল ইতিহাসের সামগ্রী হয়েই থেকে যায়, তাহলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা নষ্ট হয়। লেখক চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে একটি সামগ্রিক রস ফুটিয়ে তুলতে, যাতে অতীতের কালসীমা অতিক্রম করে বর্তমান সময়ের পাঠকও তা থেকে রসাস্বাদন করতে পারে।

৬। ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি বিশেষ প্রতিবেশ বা সেটিং থাকে। যে সময়ের কথা উপন্যাসে বলা হচ্ছে সেই সময়ের পোশাক-কথাবার্তা-গৃহনির্মাণ-রাস্তাঘাট-যুদ্ধপরিকল্পনা ইত্যাদি যেন উপন্যাসে যথার্থভাবে বিবৃত হয়, তা লেখককে খেয়াল রাখতে হয়। সেটিং নষ্ট হলে উপন্যাসের কালানৌচিত্য দোষ ঘটে। যেমন রাজসিংহ উপন্যাসের কোনো চরিত্র চাইলেই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, বা যুদ্ধে আধুনিক কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা যায় না।

RAHUL

একটি উদাহরণ:

একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদাহরণ হল বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ (১৮৮২)। এই উপন্যাসে মোগল ও রাজপুতদের মধ্যেকার টানাপোড়েন এবং দ্বন্দ্বের ইতিহাস লেখক বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসের মধ্যেকার মূল চরিত্রগুলি – রাজসিংহ, ঔরঙ্গজেব, জেবউন্নিসা, এবং চঞ্চলকুমারীর বিবরণে লেখক সমকালীন তথ্যপ্রমাণকে ব্যবহার করেছেন এবং সাধ্যমতো ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। রাজসিংহে

একাধিক যুদ্ধ আছে। সেসব যুদ্ধের বর্ণনাতে খানিকটা অতিশয়োক্তি থাকলেও মোটের উপর তা বিশ্বাসযোগ্য। লেখক উপন্যাসের মূল কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু উপকাহিনিকে গুঁজে দিয়েছেন। যেমন – দরিয়া-মবারক-জেবউন্নিসার ত্রিকোণ সম্পর্ক বা নির্মলকুমারী-মানিকলাল-ঔরঙ্গজেবের কাহিনি। এই উপকাহিনিগুলি লেখকের কাল্পনিক, কিন্তু তাদের বুননে ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা স্পষ্ট। মানিকলাল, মবারক, নির্মলকুমারী প্রমুখ অনৈতিহাসিক চরিত্র হলেও তাদের বর্ণনার মধ্যে কোথাও কালানৌচিত্য দোষ ঘটেনি। চঞ্চলকুমারীর সঙ্গী হিসেবে নির্মল বা রাজসিংহের সঙ্গী হিসেবে মানিকলালকে দিব্যি মানিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এই কারণে বঙ্কিমের ইতিহাসবোধের প্রশংসা করেছিলেন। অতীত ইতিহাসের কাহিনি মাত্রেই সে বিবরণে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাষা হওয়া উচিত যুগানুগত, গম্ভীর এবং সাধু। সাধারণ চটুল এবং চলতি ভাষা যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত। বঙ্কিম ভাষাগত এই গাম্ভীর্যকে আগাগোড়া লেখার মধ্যে বজায় রেখেছেন। এছাড়াও সমকালীন দিল্লি, মোগল হারেম এবং চঞ্চলকুমারীর অন্তঃপুরের বর্ণনাতেও লেখকের প্রখর ইতিহাসজ্ঞান ফুটে উঠেছে। এই সেটিং বা প্রতিবেশ নির্মানে লেখক কল্পনার জল মেশাননি, যা যথার্থ তাই বর্ণনা করেছেন। সবমিলিয়ে ‘রাজসিংহ’-এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য মজুত থাকায়, একে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

RAHUL